গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ২ সংখ্যা | ৫ - ১১ আগস্ট ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপন

৫ আগস্ট ২০২২ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

পেয়ারেলাল ভবন অডিটোরিয়াম, দিল্লি

৫ আগস্ট ২০২২। বেলা ১১টা

পতাকা উত্তোলন ঃ

সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

বক্তা ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, পলিটবুরো সদস্য

সভাপতি ঃ কমরেড সত্যবান, পলিটবুরো সদস্য

ভোটার জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

স্কুলে শিক্ষক থেকে গ্রুপ ডি কর্মী পর্যন্ত নিয়োগে একের পর এক দুর্নীতির খবর সামনে আসছে। বিশেষত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর গ্রেপ্তারি এবং টাকার পাহাড় উদ্ধারের চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলি মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে। এই ব্যাপক দুর্নীতি আসলে জনসাধারণের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। সেই জনসাধারণ, যারা অনেক আশা নিয়ে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে ভোট দিয়ে দু'দফায় জিতিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। দুর্নীতির দায়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর গ্রেপ্তারের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তাঁর গায়ে কালি লাগানোর চেষ্টা হলে তিনিও পাল্টা আলকাতরা ছুঁড়বেন, তিনি নিজেকে আহত সিংহ বলেছেন। অর্থাৎ সমালোচনার জবাবে অন্যদের দুর্নীতি তুলে ধরাই তাঁর হাতিয়ার। কিন্তু তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা চরম দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে নিরপেক্ষ এবং কড়া অবস্থান নিয়ে তা সমূলে উৎপাটিত করার পদক্ষেপের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। অথচ এই নিশ্চয়তা দেওয়াই ছিল তাঁর সরকারের প্রতিশ্রুতি।

নিয়োগ দুর্নীতি

মেধা তালিকায় জালিয়াতি, অবৈধভাবে নম্বর বাড়ানো, ইন্টারভিউ না দিয়েই মন্ত্রীকন্যার চাকরি— অভিযোগের যেন শেষ নেই। প্যানেলভুক্ত যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা এই অভিযোগগুলির সুরাহা চেয়ে প্রশাসনের দরজায় বারবার কড়া নেড়েছেন। ৫০০ দিনের বেশি একটানা ধরনা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু হাইকোর্ট তদন্তের আদেশ দেওয়ার আগে সরকার ভাব দেখিয়েছে, যেন এ সব তাদের একেবারে অজানা ছিল। যদিও বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা দুর্নীতির প্রমাণ জোগাড় করেছেন সরকারের ঘর থেকেই।

স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতার জন্য তৈরি 'নজরদারি' কমিটির নজর আসলে কোন দিকে ছিল, তা এখন স্পষ্ট। এতবড় দুর্নীতি অথচ দপ্তরের মন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চস্তরে কেউ কিছুই টেরটি পেলেন না, তা কি সম্ভব? এই পর্যায়ে দুর্নীতি দেখেও তাঁরা চুপ করে থাকলেন কেন? শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর কন্যার স্কুলে অবৈধ নিয়োগ প্রমাণিত হওয়ার পর সেই মন্ত্রীর কি শাস্তি হয়েছে? টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার দালালদের নাম সংবাদমাধ্যমে

দুয়ের পাতায় দেখুন

দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে এসইউসিআই(সি)-র ডাকে ২৮ জুলাই রাজ্য জুড়ে ধিক্কার দিবস পালিত হয়। পুরুলিয়ার ধিক্কার মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

'মার্ক্সবাদ ও শিবদাস ঘোষ' শীর্ষক আলোচনা সভা জেএনইউ-তে

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী এবং এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এআইডিএসও জেএনইউ ইউনিট 'মার্ক্সবাদ ও শিবদাস ঘোষ' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে ২৯ জুলাই। জেএনইউ-এর টেফলাসে অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি বক্তা ছিলেন 'প্রমিথিউসের পথে'-র লেখক এবং সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ। তিনি শিবদাস ঘোষের জীবনসংগ্রাম এবং মার্ক্সবাদে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন। ছাত্ররা খুব আগ্রহের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ দীনেশ মহন্ত, সংগঠনের দিল্লির সভাপতি প্রশান্ত কুমার, সম্পাদক শ্রেয়া। সূচনায় শিবদাস ঘোষের ছবি সংবলিত বিশেষ পোস্টার উদ্বোধন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের জেএনইউ ইউনিটের ইনচার্জ সুমন।

পুঁজিপতিদের স্বার্থেই আদিবাসীদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা বিজেপি সরকারের

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করে আদিবাসীদের উন্নয়নের চ্যাম্পিয়ন সাজছে। অন্য দিকে তারা একই সময় আদিবাসী, বনবাসীদের নির্বিচারে উচ্ছেদের নকশা তৈরি করছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রক ২৮ জুন 'বন সংরক্ষণ-২০২২' বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই নির্দেশিকার বলে গ্রামসভার অনুমতি ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকার জঙ্গলের জমি অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য বেসরকারি বৃহৎ শিল্প সংস্থার হাতে তুলে দিতে পারবে। অবশ্য এও বলা হয়েছে ক্ষতিপূরণ বাবদ বনসৃজনের জন্য দেয় অর্থ এই শিল্প সংস্থার কাছ থেকে সরকার সংগ্রহ করে নিতে পারবে। অর্থাৎ প্রথমে আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের অনুমতি ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকার জঙ্গল কেটে কল-কারখানা স্থাপনের অধিকার বৃহৎ শিল্প সংস্থার হাতে তুলে দেবে। তারপর অরণ্যের অধিকার সংক্রান্ত বিষয় রক্ষিত হচ্ছে কি না তা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের বলে দায় এড়াবে। এইভাবে অরণ্যের অধিকার আইনকে ক্ষমতাহীন করে দিল বিজেপি সরকার। বন সংরক্ষণ বিধি-২০২২ যেন 'জঙ্গলের অধিকার আইন-২০০৬'-এর কফিনের শেষ পেরেক। এই নিয়ম কার্যকর হলে হাজার হাজার আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসী পরিবার উচ্ছেদ হবে। অথচ এদের জীবন জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের বাস্তবে কোনও দায়িত্বই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি গ্রহণ করেনি, তারা বাধ্য

ছয়ের পাতায় দেখুন

জনসাধারণের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা

একের পাতার পর

এমনকি হাইকোর্টের সামনেও উঠে এসেছে, তাদের কোনও খোঁজ করেছে পুলিশ?

এরা সকলেই শাসকদলের স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা-কর্মী। হাইকোর্ট নিযুক্ত বাগ কমিটির রিপোর্টে দুর্নীতির অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে বলার পর দেখা গেল তদন্তের ভার কার হাতে থাকবে, সরকারের একমাত্র মাথাব্যথা সেটাই। প্রবল শীতে, গ্রীষ্মের প্রখর রোদে, বৃষ্টিতে চাকরিপ্রার্থীরা দিনের পর দিন অবস্থান করেছেন, কোনও মন্ত্রী ডেকে তাঁদের কথা শুনেছেন? একটা স্মারকলিপি দিতে গেলেও, তাঁদের তা নেওয়ার সময় হয়নি। সরকারের বিরোধী বলে যে দলগুলিকে এইসব বৃহৎ সংবাদমাধ্যম ব্যাপক প্রচার দিয়ে তুলে ধরে, তারা মূলত ব্যস্ত কেলেঙ্কারির কিছু মুখরোচক সংবাদ নিয়েই। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের এই যন্ত্রণা তাঁদের কাছে একটা সুযোগ মাত্র। তাই মাঝে মাঝে কিছু চমকদার বাণী, গরম গরম কিছু বিবৃতি ছাড়া বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম এই দলগুলির কেউই দুর্নীতির অবসান চেয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে আগ্রহী নয়।

বামপন্থী বলে পরিচিত সিপিএমও গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে ইডি, সিবিআইয়ের মতো সংস্থাগুলির মহিমা কীর্তনে বেশি উৎসাহী। অথচ কোনও রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের তদন্তকারী সংস্থা কি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সত্যিই কোনও রক্ষাকবচ? কোনও ক্ষমতাসীন দল কি তদন্তকারী এজেন্সিগুলির নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চায়? যে দল যখন ক্ষমতায় থাকে পুলিশ, সিবিআই, ইডি, এনআইএ ইত্যাদি তাদের কথায় ওঠে বসে। পরিস্থিতি দেখে সুপ্রিমকোর্টই একসময় সিবিআইকে 'খাঁচার তোতা' বলেছে। বুর্জোয়া ব্যবস্থার নিজস্ব ধর্মেই এখনকার সংসদীয় দলগুলির নেতারা নানা সময় ছোটবড় দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে থাকেনই। এই দুর্নীতিকে পুঁজি করে শাসকদল নিজের দলের এবং বিরোধীদলগুলির নেতাদের চাপে রাখতে এই সব সংস্থাকে কাজে লাগায়। আগে কংগ্রেস ঠিক একই কায়দায় এই সব এজেন্সিকে ব্যবহার করেছে, বর্তমান বিজেপি সরকার তাকে লাগামছাড়া জায়গায় নিয়ে গেছে। ইডির রাজনৈতিক ব্যবহারের অন্যতম প্রমাণ সংসদে দেওয়া নরেন্দ্র মোদি সরকারের তথ্য। দেখা যাচ্ছে, তাদের আমলে ইডির দায়ের করা মামলার মাত্র ০.৫ শতাংশের ফয়সালা হয়েছে। টাকা উদ্ধার হোক আর বিরোধী নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদের খবরই হোক কিছুদিন হইচইয়ের পর বাদে তা পিছনে চলে যায়। আর এর মধ্যে অভিযুক্তরা শাসকদলের শরণ নিলে মামলা পুরো ঠাণ্ডাঘরে চলে যায়। আসলে দুর্নীতির উৎপাটন নয়, এর একমাত্র লক্ষ্য ভোটে ফয়দা তোলা। পশ্চিমবঙ্গেও দেখা গেছে সারদা কেলেঙ্কারি, নারদ কেলেঙ্কারি ইত্যাদি নিয়ে প্রচার যত হয়েছে, তদন্ত তার সামান্য ভগ্নাংশও এগায়নি।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, এমনকি সিপিএম ও তার শরিক দলের একাধিক নেতা বিজেপির উত্তরীয় গলায় ঝোলানোর পর সিবিআই-ইডি আর তাঁদের দেখতে পায় না, এমন উদাহরণ কম নয়। বিজেপি কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থাকার সময়েই মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের সরকারি চাকরি এবং মেডিকেলে নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপম কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়েছে। এতে মুখ্যমন্ত্রী সহ একাধিক বিজেপি নেতা অভিযুক্ত। এই কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে ৫০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন। কর্ণাটকে ৩৬ হাজার কোটি টাকার খনি কেলেঙ্কারি, ছত্তিশগড়ের প্রায় সমান অঙ্কের রেশন কেলেঙ্কারিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতারা অভিযুক্ত। রাজস্থানে বিজেপি আমলে ৪৫ হাজার কোটি টাকার খনি দুর্নীতি, ঢোলপুর প্যালেস দখল সংক্রান্ত দুর্নীতিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িয়েছে। 'গুজরাট স্টেট পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে ২০ হাজার কোটি টাকা লুঠের ঘটনায় বিজেপি অভিযুক্ত। গুজরাটে বিজেপির প্রাক্তন এমএলএ শচীন ওঝা নোট বাতিলের সময় মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। সে বিষয়ে পদক্ষেপ কী হয়েছে কেউ জানে না। এ ছাড়া ললিত মোদি, মেহুল চোক্সি, নীরব মোদি, বিজয় মালিয়ারা যে হাজার হাজার কোটি টাকা গায়েব করে দেশ ছেড়ে পালাতে পেরেছে, তা কি বিজেপি সরকারের উচ্চমহলের সাহায্য ছাড়া সম্ভব ছিল? কংগ্রেসের নেতারা কয়লা, টেলিকম, সংসদে ঘুষ সহ নানা কেলেঙ্কারিতে বারবার ফেঁসেছেন। এখনও তাঁদের বিরুদ্ধে নানা তদন্ত চলছে। যে সিপিএম দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যোদ্ধা সাজতে চাইছে, তাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ কৃষ্ণনগরে দলীয় সম্মেলনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন নিজেদের ব্যাপক দুর্নীতির জন্যই তাঁরা হেরেছেন (হিন্দুস্তান টাইমস ১৯.১২.২০১১)। তিনিই ১৯৯৩ সালে 'চোরেদের মন্ত্রিসভায় থাকব না' বলে পদত্যাগ করে আবার কয়েক মাস পরে ফিরে এসেছিলেন। সিপিএম মন্ত্রিসভায় সৎ ব্যক্তি বলে পরিচিত বিনয় চৌধুরী বলেছিলেন, সিপিএম সরকারটি আসলে বাই দ্যা কন্ট্রাক্টর, অফ দ্যা কন্ট্রাক্টর, ফর দ্যা কন্ট্রাক্টর। এ জন্য তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। সিপিএম আমলে বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারি, ট্রেজারি কেলেঙ্কারি, মাটি কেলেঙ্কারির মতো বড় দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও কোনও তদন্ত হয়নি। বরং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মুখ বাঁচাতে আরএসপি নেতা যতীন চক্রবর্তীকে মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

আজকের সংকটগ্রস্ত বুর্জোয়া ব্যবস্থা এতটাই পচাগলা যে, তার সেবা করার দায়িত্ব নিয়ে যারাই চলবে, তারাই এর কুৎসিত সংক্রমণের শিকার হতে বাধ্য। এখন বুর্জোয়া প্রচারবিদরা একটা তত্ত্ব খাড়া করে ফেলেছেন— সহনীয় পরিমাণ দুর্নীতি। সমাজে দুর্নীতি পুরোপুরি দূর হোক এ তারা চায় না। অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে তা সম্ভবও নয়। দুর্নীতির মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ সময় লাভবান হয় বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলি। শাসকদলগুলি তাদের সেবার জন্য দুর্নীতির পাঁকে নামতে পিছপা হয় না। ভোটের সময় বিরোধীরা এই নিয়ে গলা ফাটায়। কিন্তু মসনদে বসলেই সব ভুলে যায়। এ কারণেই ভোটে এক দলের বদলে অন্য দলের সরকার বসালেই দুর্নীতি দূর হবে না। অভিজ্ঞতা বলছে, একটার পর একটা ভোট যাচ্ছে, যে দলের সরকারই আসুক না কেন তারা আগেরটার চেয়ে বেশি দুর্নীতিতে জড়াচ্ছে। এর পরে আবারও যে সরকার আসবে তারও দশা একই হবে। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম যাদের একে অপরের বিকল্প হিসাবে তুলে ধরে সেই বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম ইত্যাদি দলগুলি এবং তাদের নানা জোট, ভোটে এদেরই তো কাউকে গদিতে বসাতে চায় পুঁজিপতি শ্রেণি। মুখে যাই বলুক, গদিতে টিকে থাকার জন্য এরা যে সব কাজ করে তাতে কি এদের নীতি আদর্শের কোনও পার্থক্য বোঝা যায়?

সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা তা হলে কীভাবে সম্ভব? এ কাজ সম্ভব একমাত্র হতে পারে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে তাদের জীবনের জ্বলন্ত দাবিগুলি নিয়ে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। এ জন্য গড়ে তোলা দরকার গণআন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে গণকমিটি। যে গণকমিটি জনজীবনের জ্বলন্ত দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবে একই সাথে সরকারের দুর্নীতি, লুঠ, প্রতারণার বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। এসএসসি নিয়োগে এই দুর্নীতির জন্য আদৌ কোনও শাস্তি হবে কিনা তা সময়ই বলবে। প্যানেলভুক্ত বঞ্চিত প্রার্থীরা অনেক কষ্ট সয়ে আন্দোলন করে চলেছেন। তাঁদের ন্যায্য দাবি আজ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের গণআন্দোলনের অন্যতম দাবি। তাই সস্তা ভোট রাজনীতির পরিবর্তে প্রয়োজন সর্বস্তরে গণকমিটি গড়ে তুলে সকল বেকারের চাকরি, মানুষের জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানের দাবিতে চলা আন্দোলনের সাথে এই আন্দোলনকেও যুক্ত করা। জনস্বার্থ রক্ষায় এভাবেই জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

হিমশৈলের চূড়া

দুর্নীতি বিজেপি শাসনে

- মধ্যপ্রদেশে সরকারি চাকরি ও মেডিকেল নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপম কেলেঙ্কারি
- কর্ণাটকে ৩৬ হাজার কোটি টাকার খনি কেলেঙ্কারি
- ছত্তিশগড়ে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার রেশন কেলেঙ্কারি

দুর্নীতি সিপিএম শাসনে

- বেঙ্গল ল্যাম্প, ওয়াকফ, ট্রেজারি কেলেঙ্কারি
- 'ব্যাপক দুর্নীতির জন্যই ২০১১ সালে আমরা হেরেছি' বললেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (হিন্দুস্তান টাইমস, ১৯.১২.২০১১)
- সিপিএম মন্ত্রিসভার সদস্য বিনয় চৌধুরী বলেছিলেন, সিপিএম সরকারটি আসলে বাই দ্য কন্ট্রাকটর, অফ দ্য কন্ট্রাক্টর, ফর দ্য কন্ট্রাক্টর

জীবনাবসান

দলের সিউড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদিকা, এআইএমএসএস-এর বীরভূম জেলা সম্পাদিকা কমরেড সাথী পাল কিডনি ও অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৪ জুলাই ভোরে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদে দলের নেতা-কর্মী সহ এলাকার মানুষের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সংবাদ পাওয়া মাত্র দলের নেতা-কর্মীরা হাসপাতালে ছুটে যান। মরদেহ জেলা অফিসে আনা হলে নেতা, কর্মী, সমর্থক, দরদি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সংগঠনের বহু মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন। প্রবল শোকের পরিবেশের মধ্যে জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক, দলের বীরভূম জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড অনিতা মুখার্জি সহ সকলে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমল মাইতির পক্ষে মাল্যদান করা হয়। পরিশেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁকে শেষবিদায় জানানো হয়।

কমরেড সাথী পাল শিশু বয়সেই সিউড়ি পার্টি সেন্টারে প্রয়াত নেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জীর মা কনকপ্রভা মুখার্জী এবং অন্যান্য নেতা-কর্মীদের স্নেহে, যত্নে বড় হয়েছেন। তিনি ছিলেন রাজ্য কমিটির প্রয়াত সদস্য, বিশিষ্ট জননেতা কমরেড বাদল পালের কন্যা। দল পরিচালিত গণআন্দোলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি এলাকার শ্রমজীবী মানুষের নানা আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, হকার উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন, গরিব মানুষের ঘর পাওয়ার জন্য, বসত জমির পাট্টার দাবিতে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। বস্তি উচ্ছেদ বিরোধী সফল আন্দোলন তারই হাতে গড়ে তোলা। পারিবারিক ক্ষেত্রে নিজের একমাত্র সন্তান দলের আরও ভাল কর্মী হোক যেমন চাইতেন, তেমনি পরিবারের অন্যান্যদের দলের সংস্পর্শে আনার চেষ্টা করেছেন। নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকার ফলে এলাকার বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে তাঁর পরিচিতি এবং জনপ্রিয়তাও গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সময়ে বিক্ষোভ-আন্দোলনের কর্মসূচিগুলিতে সাহস এবং দৃঢ় মনোবলের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। আগের দিন কষ্টকর ডায়ালিসিস নিয়ে আসার পর ২৩ মার্চ সমাজবিরোধীদের তাণ্ডবে ঘটে যাওয়া বগটুই গ্রামের পৈশাচিক নরহত্যার প্রতিবাদে এসপি অফিসে এমনই এক বিক্ষোভে তাঁর ভূমিকা সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে। ছোট বড় সর্বস্তরের নেতা কর্মী এবং সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর আবেগপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। খুব সহজেই সকলকে কাছে টেনে নিতে পারতেন। নিজের যে কোনও প্রিয় জিনিস সহজেই অন্যকে দিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর ঘর ছিল সকলের জন্যই অবারিত।

কমরেড সাথী পালের অকালমৃত্যুতে দল হারাল একজন নির্ভরযোগ্য কর্মীকে, এলাকার মানুষ হারাল তাদের একান্ত আপনজনকে। ২৪ জুলাই সিউড়ি সাহিত্য পরিষদ হলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড সাথী পাল লাল সেলাম

ভারত তথা সারা বিশ্বের অবস্থা নির্দেশ করছে বিশ্ব বিপ্লবই শোষণ মুক্তির একমাত্র পথ

গুয়াহাটির সভায় কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর ৭৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দেশের অন্যান্য রাজ্যের মতো আসামেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এই উপলক্ষে দলের আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গুয়াহাটির রবীন্দ্রভবনে ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এক সভায় দলের পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য নিচের বক্তব্য রাখেন। বক্তৃতাটি তিনি অসমিয়া ভাষায় দেন। অনুবাদজনিত যে কোনও ত্রুটির দায়িত্ব আমাদের। — সম্পাদক, গণদাবী

আপনারা জানেন, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ— এই সকল মহান বিপ্লবী চিন্তাবিদদের মতো জীবনের সমস্ত দিক পরিব্যাপ্ত করে একটা তীব্র বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করে তাঁদের চিন্তা এবং মহান সংগ্রাম সঠিকভাবে উপলব্ধি করে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আর একজন মহান উদগাতায় পরিণত হয়েছেন। দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা এই ধারাতেই তাঁকে এবং তাঁর শিক্ষাকে স্মরণ করি। তাঁর শিক্ষাগুলো যতদূর সম্ভব আমরা এই ধরনের জনসভায় চর্চা করি, জাতীয় পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমরা পর্যালোচনা করি, মূল্যায়ন করি এবং মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পথ বের করি।

এইবার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যখন পালন করছি, তখন সারা বিশ্বে, আমাদের দেশে এবং আসামেও এক কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছে। কীভাবে আমরা এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হব, সেটা নির্ভর করে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে অবিরামভাবে পরিস্থিতির চর্চা করে তার সম্মুখীন হওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় উদ্ভাবনের উপর।

আপনারা জানেন, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে একটি যুদ্ধ চলছে। ইউক্রেন আগে রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যুগান্তকারী সর্বহারা বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নে এই দেশটি স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিল একটা সোসালিস্ট রিপাবলিক হিসাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত এবং তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যতগুলো রিপাবলিক ছিল, তার ভেতরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইউক্রেন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ার পর, রাশিয়ান ফেডারেশনের মতোই ইউক্রেনও একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াল। এই ক্ষেত্রে মনে রাখার মতো কথা হল, রাশিয়া শুধু পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই নয়, একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রটি আজ প্রায় দু'মাস হল, প্রচণ্ড আক্রমণ হেনে চলেছে ইউক্রেনের উপর।

এই যুদ্ধ এখন পুরো দমে চলছে এবং বহু নিরীহ মানুষ, নর-নারী, শিশু ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন এবং যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। এখন ভ্লাদিমির পুতিন হচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার নেতা। দৃশ্যত রাশিয়া এবং ইউক্রেন এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হলেও, আসলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর দুটি শিবিরের মধ্যে এই যুদ্ধ চলছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি আছে ইউরোপ এবং আমেরিকায়, তারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ইউক্রেনকে সহযোগিতা করছে। যদিও তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনী এখনও পাঠায়নি, কিন্তু এ ছাড়া সমস্ত ধরনের সহায়তা তারা করছে। এই যুদ্ধের ফলেও অর্থনৈতিক সংকট সারা বিশ্বের জনসাধারণকে ঘিরে ধরেছে। বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত জনসাধারণের উপর এই যুদ্ধ হচ্ছে আর একটি মরণাঘাত। মানুষের আজ টিকে থাকার মতো অবস্থা নেই। সারা বিশ্বে মানুষের মধ্যে বিভাজন পরিষ্কার। একদিকে হাতে গোনা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি এবং তাদের তাঁবেদার ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা সেই দেশগুলোর জনসংখ্যার ৫ ভাগও নয়। অন্য দিকে ৯৫ ভাগ মানুষ সেই দেশগুলোতে পুঁজিবাদের শোষণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে— কী করে বেঁচে থাকব, খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, এমনকি দিনমজুরি করারও সুযোগ নেই। এই হচ্ছে বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাধারণ মানুষের বাস্তব অবস্থা। মাত্র দুটো দেশ উত্তর কোরিয়া এবং কিউবার বাইরে বাকি সমস্ত দেশই পুঁজিবাদের কবলে। সেই দেশগুলোর পুঁজিপতিরা, যারা জনসংখ্যার দুই ভাগও নয়, তারা সেই

দেশগুলোতে তাদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে— পুলিশ, আমলাতন্ত্র এবং মিলিটারিকে ভরসা করে। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের খেটে খাওয়া জনসাধারণ, শ্রমজীবী, মেহনতি জনসাধারণ, ছাত্র, যুবক, মহিলাদের উপর এই পুঁজিপতি শাসকরা সর্বাত্মক শোষণ চালাচ্ছে।

এই যে আজ ভারতবর্ষের অবস্থা, যন্ত্রণায় মানুষ আর্তনাদ করছে, বেঁচে থাকার কোনও উপায় নেই। তীব্র মূল্যবৃদ্ধি, কল-কারখানা বন্ধ, তার মধ্যে যেগুলো এখনও টিকে আছে সেইগুলোতেও পুঁজিপতিদের শোষণ তীব্রতর করার জন্য আইনি-বেআইনি সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা আমাদের দেশে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ হিসাবে এতদিন বিখ্যাত ছিল। সেই আমেরিকাও আজ তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত। বেকার সমস্যা সেখানেও মারাত্মক হারে বেড়েছে, আমেরিকার শোষিত মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছে। এক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রমিকরা, দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকরা গিয়ে কাজ পেয়েছিল, কিন্তু আজ সেই সবচেয়ে ধনী, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকাতে জনসাধারণের কোনও কাজ নেই। গ্রেট ব্রিটেনও পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ দেশে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, আমাদের দেশেও তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। সেই দেশে আজ এরকম অবস্থা হয়েছে যে, সেটা প্রায় চিন্তা করা যায় না। যে দেশ পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, আমাদেরও দুশো বছর শোষণ করেছিল এবং যে দেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ধনী দেশ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, সেই দেশেও আজ মানুষের বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। চাকরি-বাকরির মারাত্মক সংকট, বেশিরভাগ মানুষের জীবনযাত্রার মান দ্রুত নিম্নগামী হচ্ছে। প্রতিটি দেশে খুব বেশি হলে ৫ শতাংশ ধনী পুঁজিপতি। আর তার বিপরীতে ৯৫ শতাংশ শোষিত মানুষ যারা শ্রমশক্তি বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করেন তাদের কোনও প্রকারে জীবন ধারণেরও কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাদের সকলের জীবনে অভাব এবং দারিদ্র দ্রুত বেড়ে চলেছে। জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের একই অবস্থা। বর্তমানে জি-৭ বলতে যে সব সাম্রাজ্যবাদী দেশকে বোঝায় সেই সবক'টি দেশ আজ গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে কাঁপছে।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সবের অনায়াস প্রাপ্তি রাষ্ট্র গ্যারান্টি করেছিল। দারিদ্র দূর হয়েছিল। এটা কোনও অতিরঞ্জিত কথা নয়। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

এই অবস্থায় এই সব দেশের মানুষও প্রতিকার চেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে, মিটিং-মিছিল করছে। এমনকি এই যে রাশিয়া, যেখানে মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা বইয়ে সেখানকার প্রতিবিপ্লবীরা ৭৪ বছর পর সমাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছিল, যে চক্রান্ত সেদিন রাশিয়ার জনগণ বুঝতে পারেননি, সেই রাশিয়ার আজ কী অবস্থা দেখুন! মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা আরও অনেক কথা বলেছিল। এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের মহান নেতা, লেনিনের ভাবশিষ্য, মহান স্ট্যালিনের নাম তারা মুছে ফেলতে চেয়েছিল। তারা বলেছিল তারা সমাজতন্ত্রের পুনর্নির্মাণ করবে। তারা জীবনযাপনের মান বহু উপরে নিয়ে যাবে। এই ধরনের অনেক আশ্বাস তারা সেদিন সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণকে দিয়েছিল। এই প্রক্রিয়াতে ১৯৯১ সালে হল প্রতিবিপ্লব। ইতিমধ্যে ৩০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই ৩০ বছরে মানুষ বুঝতে পেরেছে, তারা কী হারিয়েছে। আজ মানুষ সেখানে রাজপথে বেরিয়ে এসেছে।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউক্রেন, বেলারুশ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। এই বিশাল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সবের অনায়াস প্রাপ্তি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ্যারান্টি করেছিল। দারিদ্র দূর হয়েছিল। এটা কোনও অতিরঞ্জিত কথা নয়। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার ৩০-৩২ বছরের মধ্যে আজ তার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশ নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছে। দেখা দিয়েছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের তীব্র সংকট। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য জনগণকে কোনও চিন্তা করতে হয়নি, খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত বিনামূল্যে দেওয়ার বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল। এই ধরনের একটি মহান রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে এক অপূর্ব আকর্ষণীয় দেশে পরিণত হয়েছিল এবং তাকে সামনে রেখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শোষিত জনসাধারণ তেমন ধরনের দেশ গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু করেছিল। সেই পথে বহু দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদী দালালরা, তাদের সহযোগী আধুনিক শোধনবাদী পুঁজিপতিরা চক্রান্ত করে সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে দিল— সমাজতন্ত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ পার্থিব সমৃদ্ধি গড়ে উঠলেও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চেতনার মান প্রতিনিয়ত যেভাবে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেভাবে কাজটা না হওয়ার সুযোগ নিয়ে।

পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৩০-৩২

সাতের পাতায় দেখুন

উচ্ছেদের আগে চাই উপযুক্ত পুনর্বাসন

দাবি নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের

বিকল্প জীবিকা সহ উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা চলবে না। এই

দাবিতে ২৭ জুলাই নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের উদ্যোগে শিয়ালদহ ডিআরএম অফিসে শিয়ালদহ দক্ষিণ এবং উত্তর বিভাগের পাঁচ শতাধিক নাগরিক বিক্ষোভ দেখান। প্রাক্তন সাংসদ ও নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের কনভেনর ডাঃ তরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা শান্তি ঘোষ, নন্দ পাত্র, প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখ ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধিদল ডিআরএমকে স্মারকলিপি দেন। আলোচনায় ডিআরএম বলেন, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আধার কার্ড আছে। এভাবে তাঁদের উচ্ছেদ করা যেতে পারে না। বলা হয়, উপযুক্ত পুনর্বাসন সহ বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদের চেষ্টা হলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করা হবে। এছাড়া প্রতিটি স্টেশনে ওভারব্রিজ, মাইকিং সহ প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধির দাবিগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন কর্তৃপক্ষ।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির সভা

২৯ জুলাই রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সভা হয় বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে। নারী নির্যাতন, আইনি সুরক্ষা ও বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা আফরোজা খাতুন, অধ্যক্ষ অজয় অধিকারী, অধ্যক্ষা হেনা সিনহা, ডাঃ আলি হাসান, আইনজীবী মিঠু সমাজদার সহ আরও অনেকে। তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্তা, নিরাশ্রয় বিধবা, গার্হস্থ্য নির্যাতনের শিকার নারীদের অনেকেই তাঁদের জীবন-যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সারভানু খাতুন, মিনুয়ারা খাতুন, তিনা মিস্ত্রি, বিধবা লাজিনা, স্বামী পরিত্যক্তা হীরা খাতুন সহ অনেকে তাঁদের জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। রোকেয়া সমিতির সহায়তায় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলা বিলকিশ খাতুন, সুরভিতা পাল ও জাহানারা খাতুনকে সম্মানিত করা হয়।

সম্পাদিকা খাদিজা বানু বলেন, নারী নির্যাতন রোধ ও আইনি সুরক্ষার দাবিতে সমিতির গণস্বাক্ষর চলছে। আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে নির্যাতিতাদের পাশে থাকার আবেদন জানান তিনি। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক, শিক্ষক, নাট্যশিল্পী, আইনজীবী, চিকিৎসক, কবি, সঙ্গীতশিল্পী সহ বহু বিশিষ্টজন।

শিলিগুড়িতে ব্যাঙ্ককর্মীদের সম্মেলন

২৩ জুলাই শিলিগুড়িতে সম্পন্ন হল কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের নর্থ জোনাল সম্মেলন। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত এই সংগঠনের সম্মেলন উদ্বোধন করেন দার্জিলিং জেলার শ্রমিক নেতা গৌতম ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি জগন্নাথ রায়মণ্ডল। তিনি কনট্র্যাক্ট কর্মীদের রেগুলার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার আহ্বান জানান।

সভাপতিত্ব করেন গোপাল দেবনাথ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ পোদ্দার কনট্র্যাক্ট কর্মীদের উপর নেমে আসা সরকার, ব্যাঙ্ক ও ভেন্ডারদের আক্রমণ নিয়ে আলোচনা করেন এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে গোবিন্দ পাল জোনাল সভাপতি ও বিজয় লোধ জোনাল সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন।

দুর্নীতির প্রতিবাদে পলশুন্ডায় পঞ্চায়েত ডেপুটেশন

নদীয় জেলায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলশুন্ডা ১ নং অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে ২৮ জুলাই বিভিন্ন দাবি নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'-র টাকা নিয়ে দলবাজি ও পঞ্চায়েত দুর্নীতি বন্ধ, এনরেগা প্রকল্পে বছরে ২০০ দিন কাজ ও ৪০০ টাকা মজুরি, পঞ্চায়েতে বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের পঞ্চায়েতে কাজের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত না করা, বেহাল রাস্তা সংস্কার প্রভৃতি দাবিতে ছিল এই ডেপুটেশন। উপস্থিত ছিলেন কমরেড মনিরুজ্জামান মণ্ডল, আতিকুর রহমান, ফজলুর রহমান, সেলিম মল্লিক ও সাহিদুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মন্ত্রীকে ফুলচাষি সমিতির দাবি সনদ পেশ

রাজ্যের ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ীদের দুরবস্থা এবং কলকাতার বৃহত্তম মল্লিকঘাট ফুলবাজার সহ জেলার ফুলবাজারগুলির বেহাল অবস্থা নিরসন, ফুলকে 'কৃষিপণ্য' হিসাবে স্বীকৃতির দাবিতে ৩০ জুলাই 'সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতি'র পক্ষ থেকে হর্টিকালচার দপ্তরের মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

রাজ্যে সরকারি পরিচালনায় ফুলের সংরক্ষণাগার নেই, নেই ট্রেন ও বিমানে ফুল পরিবহণের 'কোটা' পদ্ধতি, নেই চাষিদের সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা, বিমার সুযোগ, নেই ফুল থেকে উপজাত সামগ্রী তৈরির কারখানা প্রভৃতি। ফুলচাষিরা আজও সার ও কীটনাশক ওষুধ কোম্পানিগুলির শর্তেই অর্থকরী এই ফসল চাষ করতে বাধ্য হন। ফলে চাষিদের নানা ভাবে সর্বস্বান্ত হতে হয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল সরকার এই সমস্যা সমাধানে চূড়ান্ত উদাসীন।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সদস্য ভোলানাথ সাহু, দিলীপ প্রামাণিক। মন্ত্রী দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের লাগামহীন দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি, অবিলম্বে বৈধ তালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থী সহ সমস্ত সরকারি শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে ২৫-৩১ জুলাই 'সরকারি শিক্ষা ও কর্মসংস্থান রক্ষা সপ্তাহ' পালন করে এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। ৩০ জুলাই শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, রাজ্য সভাপতি সামসুল আলম সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব।

এসএসসি দুর্নীতির বিরুদ্ধে ওই দিন কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট মোড় থেকে কফি হাউস, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মিছিল হয়। সেখানে প্রতীকী টাকার থলি পোড়ানো হয় এবং রাস্তা অবরোধ করা হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আবু সাঈদ। অন্য দুটি স্থানেও ওই দিন বিক্ষোভ সভা হয়।

স্কুল বন্ধ রাখার প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি মহকুমায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মাটিগাড়া ব্লকের ডিস্ট্রিবিউশন কাউন্টার হিসেবে নির্বাচিত ছিল শিবমন্দির নরসিংহ বিদ্যাপীঠ। নির্বাচনের সামগ্রী শ্রেণিকক্ষে থাকার অজুহাত দেখিয়ে ২৯ জুলাই স্কুল কর্তৃপক্ষ ১ আগস্ট থেকে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সপ্তাহে মাত্র তিনদিন ক্লাস করানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হন। নিয়মিত ক্লাস করানোর দাবিতে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেন তারা।

বিজেপির ‘গুজরাট মডেল’
বিষমদে ৪২ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

গুজরাটে ‘দুয়ারে মদ’ প্রকল্প নেই। সরকারিভাবে সেখানে মদ নিষিদ্ধ। কিন্তু সরকারের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মদতে গ্রাম-শহর সর্বত্র পৌঁছে গেছে মদের ড্রাম। সেই মদের বিষক্রিয়ায় ২৫ জুলাই আমেদাবাদ ও বোটাড জেলায় ৪২ জনের মৃত্যু ঘটেছে। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি। বোটাড জেলার রজিদ গ্রামের বাসিন্দারা চার মাস আগেই প্রশাসনকে চোলাই মদের বিক্রি বন্ধ করতে বলেছিলেন। কিন্তু সরকার কান দেয়নি। ফলে এই মানুষগুলির মৃত্যুর দায় সরকার এড়াতে পারে না।

দুর্ঘটনার পরেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আমেদাবাদ জেলা সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলে যান এবং জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে মদ বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মদের প্রসারের জন্য দায়ী অফিসারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, আহত ও নিহতদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং মদ নিষিদ্ধকরণের নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগের দাবি জানান তাঁরা।

কর্ণাটকে হোস্টেল কর্মীদের বিক্ষোভ

কর্ণাটকে সরকারি ছাত্র-হোস্টেলের কর্মচারীরা দীর্ঘ দিন সরকারি বঞ্চনার শিকার। অবিলম্বে চাকরির স্থায়ীকরণ ও বেতন ৩৫,৯৫০ টাকা করার দাবিতে এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে ২৬ জুলাই রাজধানী বাঙ্গালোরে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। হোস্টেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড কে সোমশেখর ইয়াদগিরির নেতৃত্বে শ্রমদপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্থায়ীকরণ না করার জন্য তিনি ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

কমসোমল শিবির আসামে

কিশোর সংগঠন কমসোমলের আসাম শাখার উদ্যোগে ২০-২২ জুলাই রাজ্যভিত্তিক শিক্ষা-সাংস্কৃতিক শিবির গোয়ালপাড়ার হরিজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উৎসাহ উদ্দীপনায় সম্পন্ন হয়। ২০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শিবির শুরু হয়।

শিবিরে প্যারেড, ব্যায়াম ছাড়াও কমসোমলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলন, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং দেশ বিদেশের মনীষীদের জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা হয়। এস ইউ সি আই (সি)-র আসাম রাজ্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড চন্দ্রলেখা দাস বক্তব্য রাখেন। নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, ধাঁধা ও গল্প বলা ইত্যাদিতে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে কিশোর-কিশোরীরা।

২২ জুলাই বিকেলে সর্বহারার মহান নেতা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে গার্ড অব অনার জানিয়ে প্যারেড করে কমসোমল সদস্যদের শহর পরিক্রমা নাগরিকদের মধ্যে প্রবল সাড়া ফেলে। কিশোর কিশোরীরা নাটক, গান, কবিতা ও ম্যাজিক পরিবেশন করে। তিন দিন ধরে ফুটবল, কবাডি, মিউজিক্যাল চেয়ার, দড়ি টানা ইত্যাদি বিভিন্ন খেলাধূলা সহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতেও তারা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

চিটফান্ড ক্ষতিগ্রস্তদের সমাবেশ

সারদা সহ সমস্ত চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত, এজেন্টদের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন দাবিতে অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে ২৬ জুলাই রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে কয়েক হাজার ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারী ধরনা অবস্থান করেন। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, সেবি, সিবিআই প্রভৃতি দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি রূপম চৌধুরী বলেন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য কোনও সরকারই যথাযথ তদন্ত এবং এবং টাকা ফেরতের প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। তিনি আন্দোলনকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে অন্ধ্রপ্রদেশে বিক্ষোভ

রাজ্যের ওয়াই সি পি সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ২৬ জুলাই অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে বিক্ষোভ মিছিল করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)।

মূল্যবৃদ্ধি, ট্যাক্স বৃদ্ধিতে জনজীবন অন্যান্য প্রদেশের মতো এখানেও বিপর্যস্ত। সরকারি স্কুল, হাসপাতাল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সমস্ত সংস্থা ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি হাতে। সেচের জলে মিটার লাগিয়ে দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় চলছে। এদিকে ফসলের ন্যায্য দাম নেই, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও নেই। অবিলম্বে এই সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতেই ছিল এই মিছিল। শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, যুবক, ছাত্রদের এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড ভি রাঘবেন্দ্র।

সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড এ এস অমরনাথ।

বিদ্যুৎ আইন-২০২১ বাতিলের দাবিতে মধ্যপ্রদেশে গ্রাহক-বিক্ষোভ

বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ ও বিদ্যুৎ আইন-২০২১ বাতিলের দাবিতে ২৫ জুলাই ‘মধ্যপ্রদেশ বিজলি উপভোক্তা অ্যাসোসিয়েশন’-এর নেতৃত্বে ভোপাল, গোয়ালিয়র, গুনা, আরোন সহ রাজ্যের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ দেখান বিদ্যুৎ গ্রাহকরা।

মধ্যপ্রদেশে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ‘ভগৎ সিং আখবার হকার্স ইউনিয়ন’-এর পক্ষ থেকে ২৩ জুলাই বহু সংখ্যক হকারের উপস্থিতিতে শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদ জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। সভায় এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক সুনীল গোপাল বলেন, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ সহ বিপ্লবীরা যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজও অধরা। সংগঠনের সদস্য কৃষ্ণপাল সিং, লালু পাল বক্তব্য রাখেন।

নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে সভা

পথেঘাটে আচমকা আক্রমণ হলে কীভাবে মহিলারা আত্মরক্ষা করবে, কীভাবে থানায় অভিযোগ জানাতে হবে— সে সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন ব্রিটিশ হোম মিনিস্ট্রির দোভাষী গীতালি বসু। ২৬ জুলাই কলেজ স্কোয়ারে মহাবোধি সোসাইটি হলে নারী নিগ্রহ বিরোধী কমিটির সভায় তিনি এই বক্তব্য রাখেন। কমিটির সম্পাদক কল্পনা দত্ত বলেন, সারা দেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গেও ঘটে চলেছে নারী নির্যাতন। কমিটির নেতৃত্বে সচেতন নাগরিকদের নিয়ে এর প্রতিবাদে জেলা, ব্লক ও এলাকায় ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনের কর্মসূচি ও নির্যাতিতা মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। স্কুলে-কলেজে সচেতনতা শিবির এবং আইনি পরামর্শ দানের কাজও চলছে। তিনি বলেন, সমাজে নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় রুখতে এবং নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে রাজ্যস্তরে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় কলকাতা জেলার সকল অংশগ্রহণকারীদের এ দিন শংসাপত্র দেওয়া হয়। সেই উপলক্ষে এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল।

আদিবাসীদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা

একের পাতার পর

হয়েছে জঙ্গল থেকে ফল-মূল, শাক-পাতা, ঝোপ-ঝাড় থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী হাটে-বাজারে বিক্রি করে কোনও রকমে জীবন যাপন করতে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর এক নির্দেশে ১৬ রাজ্যের ১১ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৪৬ জন আদিবাসী ও বনবাসী পরিবারকে তাঁদের বংশপরম্পরাগত ভাবে বসবাসের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের বিপদ তৈরি হয়েছিল। অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬ অনুসারে বন পাট্টার জন্য পশ্চিমবঙ্গে দাখিল করা আবেদনের ৮৬ হাজার ১৪৪টি খারিজ হয়। ১৬টি রাজ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৪২ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ১৯.৩ লক্ষ আবেদন বাতিল হয়। অর্থাৎ প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া বা জীবন-জীবিকা হারানোর সামনে পড়ে যান।

বংশ পরম্পরাগত ভাবে বসবাসকারী এই মানুষগুলি ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হলে তাঁরা তাঁদের জীবিকা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি হারিয়ে ছিন্নমুল

হবেন। তাঁদের একটা বড় অংশ জঙ্গলের উপর নির্ভর করেই দিনাতিপাত করেন। কায়িক শ্রম ছাড়া অন্য কাজ শেখার সুযোগ তাঁরা কখনও পায়নি। গ্রামের বাইরে গঞ্জে বা শহরে উপার্জন করা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ করলে পথের ভিখারিতে পরিণত হওয়া ছাড়া তাঁদের অন্য কোনও উপায় থাকে না। বিপদ অনুমান করেই তাঁরা বহু জায়গায় উচ্ছেদ হওয়া থেকে নিজেদের গ্রাম ও পরিবারকে রক্ষার জন্য সরকারি আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিলেন। আদিবাসীদের জমির সাংবিধানিক রক্ষাকবচ হিসাবে রাজ্যে রাজ্যে জমির অধিকার রক্ষার আইন এবং ঝাড়খণ্ডে 'ছোটোনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট' ও 'সাঁওতাল পরগণা টেনান্সি অ্যাক্টে'র মতো আইন থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে খনি, ড্যাম ও কারখানা তৈরি সহ সমস্ত কিছু যুক্ত করলে উচ্ছেদ হওয়া আদিবাসী ও গরিব মানুষের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি।

আদিবাসী ও বনবাসীদের উচ্ছেদের এমন চেষ্টা আগেও অনেকবার হয়েছে। ২০০২ সালে বাজপেয়ী সরকার জঙ্গলের জমিতে বংশপরম্পরায় বসবাসকারীদের 'দখলকারী' অ্যাখ্যা দিয়ে তাঁদের উচ্ছেদের ফতোয়া জারি করে। এর ফলে সেই সময় এক কোটির বেশি আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসী মানুষের সামনে উচ্ছেদের বিপদ দেখা দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই সেই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত প্রান্তে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। সমস্ত গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী সংগঠনগুলি সংগঠিতভাবে এর প্রতিবাদ করেছিল। প্রতিবাদের মুখে পড়ে ২০০৩ সালে প্রাক্তন বিচারপতি বি এন কৃপালের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার 'ন্যাশনাল ফরেস্ট কমিশন' গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে 'ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট-২০০৬' তৈরি হয়। আইনে বলা হয়—১৩ নভেম্বর ২০০৫ অবধি যাঁরা জঙ্গলের জমিতে বসবাস করছেন বা জঙ্গলের জমি চাষবাস করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছেন তাঁরা এই জমির পাট্টা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এ বিষয়ে কেন্দ্রের বিজেপি বা কংগ্রেস সরকার কোনও দিনই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। উল্টে উচ্ছেদের ধমক ও আক্রমণ চালিয়ে গেছে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসকরা অরণ্য সম্পদের উপর দখল কায়েম করতে ১৮৬৫ সালে বনবিভাগ তৈরি করে। ১৮৭৮ সালে দেশে 'প্রথম অরণ্য আইন' প্রণীত হয়। এই আইনের বলে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি অরণ্য এলাকাগুলিকে 'সংরক্ষিত অরণ্য' বলে ঘোষণা করে। এই সময় থেকেই অরণ্যনির্ভর জনগোষ্ঠীগুলির অরণ্যের উপর স্বাভাবিক অধিকার খর্ব করা শুরু হয়েছিল। স্বাধীন ভারতেও এই দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীনতার পর ১৯৫২ সালের 'অরণ্য নীতিতে' (ন্যাশনাল ফরেস্ট পলিসি, ১৯৫২) অরণ্যের ওপর অরণ্যবাসীদের অধিকারের প্রশ্নটিকে আমলই দেওয়া হয়নি। একদিকে অবাধে জঙ্গল কাটা চলতে থাকে অপরদিকে বৃক্ষভূমি স্থাপনের মহোৎসব শুরু হয়। ১৯৫৩ থেকে জমিদার ও ভূস্বামীদের অধিকারে থাকা জঙ্গল, দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকারভুক্ত জঙ্গলগুলি অধিগ্রহণ করে সরকারি জঙ্গলে পরিণত করা হয়। একতরফা ভাবে ঘোষিত সরকারি জঙ্গলে যে মানুষেরা থেকে গেলেন, তাঁরা এ ভাবে ঢুকে পড়লেন রাষ্ট্রের খাস তালুকে। ১৯৭২ সালে প্রণীত হয় 'বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন'। তাতেও হতভাগ্য আদিবাসী ও বনবাসীদের কথা বিশেষ কিছু লেখা হল না। ১৯৮০ সালে প্রণীত হল বন (সংরক্ষণ) আইন, তাতেও এই হতভাগ্যদের বিশেষ কিছু জুটল না। ১৯৮৮ সালে 'রিজার্ভ ফরেস্ট অ্যাক্ট' চালুর ফলে দেশের প্রায় এক কোটি আদিবাসী ও বনবাসী মানুষ উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের ইতিহাস বেদনাদায়ক ভাবে আদিবাসী, তথা বনবাসী ও গরিব শোষিত মানুষদের উপর এক নিষ্ঠুর শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস। স্বাধীনতার বহু আগে থেকেই আদিবাসী ও গরিব শোষিত মানুষ জল, জমি, জঙ্গল রক্ষার আন্দোলন করে এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ যখন জঙ্গলমহল সহ ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে এবং রাজমহল এলাকাতে প্রবেশ করতে চেয়েছে তখনই আদিবাসী ও এলাকার সমস্ত গরিব মানুষ বাধা দিয়েছে। তাই রাজমহল এলাকাতে পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, ভাগলপুর অঞ্চলে তিলকা মাঝির নেতৃত্বে বিদ্রোহ, জঙ্গলমহলে চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ প্রভৃতি গড়ে ওঠে। তার পরবর্তী সময়ে জমিদার, মহাজন, আড়কাঠি ও ঠিকাদার এবং তাদের রক্ষক ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল পরগণা এলাকাতে 'হুল'। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সাঁওতাল পরগণার উদ্ভব এবং এই সময় আদিবাসীদের জমি রক্ষার জন্য যে সমস্ত আইনি সংস্কার শুরু হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতাতে ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতে সাঁওতাল পরগণা টেনান্সি অ্যাক্ট তৈরি হয়। গাড়োয়াল-কুমায়ুনে কিংবা তৎকালীন পাঞ্জাবের পাহাড়িরা, মধ্যপ্রদেশের বৈগারাও বিদ্রোহ করেছিল। গাড়োয়াল কুমায়ুনের বিদ্রোহের ফলেই গাড়োয়াল কুমায়ুন অঞ্চলে 'বন পঞ্চায়েত অ্যাক্ট' তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ১৮৯৫-১৯০০ সময়ে ছোটনাগপুর এলাকা জুড়ে বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ফসল হিসাবেই ১৯০৮ সালে ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট তৈরি ও চালু হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৮৭৮ সালের জঙ্গল আইনের প্রতিবাদ করার মধ্য দিয়েই বিরসা মুন্ডার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে হাতে-খড়ি। জঙ্গলের অধিকার আইন-২০০৬ ও এক দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। ১৯৮৮ সালে রিজার্ভ ফরেস্ট অ্যাক্ট চালু করার ফলে দেশের এক কোটি মানুষ উচ্ছেদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তখনই দেশজুড়ে গড়ে ওঠে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন। তারই ধারাবারিকতাতে ২০০২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আবারও যখন আদিবাসী ও বনবাসীদের উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করে তখন আবার দেশজুড়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনের ফলেই ২০০৬ সালে অরণ্যের অধিকার আইন প্রণয়নে সরকার বাধ্য হয়। আদিবাসী ও গরিব মানুষের শোষণ, জুলুম, অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে জঙ্গলকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকার যে চিরাচরিত অধিকার ছিল, 'জঙ্গলের অধিকার আইন-২০০৬'-এর মধ্যে সেই অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছিল।

দীর্ঘ ও ধারাবাহিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একটার পর একটা আইনি অধিকার এই সংগ্রামী আদিবাসী ও বনবাসীরা অর্জন করেছে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে স্বাধীন ভারতের সরকার উন্নয়নের নামে পুঁজিপতিদের স্বার্থে এই অধিকারগুলি খর্ব করার চেষ্টা করেছে, বা কখনও সুকৌশলে কেড়ে নিতে চেয়েছে। আদিবাসী ও বনবাসী জনগণ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। লড়াই অন্দোলন গড়ে তুলেছে। দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকেরা পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে এই অধিকারগুলি রক্ষা করেছেন। এই আইনের ক্ষেত্রেও সরকার তাই করেছে। আদিবাসী ও বনবাসীদের মতো পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের মধ্যে এই আইনি সচেতনতা গড়ে তোলার যে প্রয়োজন ছিল তা সরকার করেনি। তার উপর আইনটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছে। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সময় উঠে আসা তথ্য এই অবহেলার ও বঞ্চনার কথায় প্রমাণ করল। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় বনপাট্টার পাওয়ার সুযোগ কেড়ে নিয়েছিল। অরণ্যের অধিকার আইনের ওপর ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর সুপ্রিম কোর্টের পুনর্বিবেচনার দাবিতে আদিবাসী, বনবাসী সহ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক সোচ্চার হয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত ও ন্যায়সংগত ভাবেই সাধারণ মানুষ আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এছাড়াও ২০১৬ সালে ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট ও সাঁওতাল পরগণা টেনান্সি অ্যাক্ট সংশোধনীর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে পিছু হটতে হয়েছিল। সে ভাবেই 'ফরেস্ট কনজার্ভেশন রুল-২০২২'-এর বিরুদ্ধে তীব্র, লাগাতার ও শক্তিশালী অন্দোলন গড়ে তুলে রুলগুলি প্রত্যাহার করতে সরকারকে বাধ্য করা সম্ভব।

আজ বেকারত্ব চরমে। কারখানায় ছাঁটাই, লে-অফ, লক্-আউট, ক্লোজার হচ্ছে। গ্রামেও সেচের সুবন্দোবস্ত না থাকা এবং বীজ, সার সহ কৃষি উপকরণের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে চাষবাস করে কৃষকরা লাভ করতে পারছেন না। সাথে সাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অত্যধিক হারে মূল্যবৃদ্ধি,

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণায় এস ইউ সি আই (সি) -র স্বরূপনগর লোকাল কমিটির দীর্ঘদিনের কর্মী কমরেড আলি জাফর মণ্ডল দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৩ জুলাই ৫৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে এস ইউ সি আই (সি)-র সংস্পর্শে আসেন তিনি। ওই সময় শাসক সিপিএমের নানা সন্ত্রাসের মধ্যেও সাহসিকতার সাথে তিনি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। নিজে কৃষক হওয়া সত্ত্বেও খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সোচ্চার হয়ে নিজের গ্রামে আন্দোলন গড়ে তুলে ১০ দিন ধর্মঘট পালনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আন্দোলনের চাপে সম্পন্ন কৃষকরা মজুরি বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এছাড়াও কৃষিঋণ মকুব, স্বল্প মূল্যে কৃষি-বিদ্যুৎ সহ নানা দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি এলাকায় নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিয়েছেন। অসুস্থতাকালীন শেষ কয়েকটি বছর বাদ দিলে ব্লক, জেলা, রাজ্যের অধিকাংশ কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিতেন। মিতভাষী, বিনয়ী, দরদি মনের অধিকারী কমরেড আলি জাফরের সংস্কৃতি ছিল উঁচু পর্দায় বাঁধা। তাঁর প্রয়াণে দল হারাল এক মূল্যবান কর্মীকে।

কমরেড আলি জাফর মণ্ডল লাল সেলাম

বিশ্ব বিপ্লবই শোষণ মুক্তির একমাত্র পথ

তিনের পাতার পর

বছরের মধ্যেই সেই দেশের মানুষ শাসক পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণে টিকে থাকতে না পেরে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন। পুঁজিবাদ এই অবস্থাতেই নিয়ে গেছে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে। আবার এটাও লক্ষ করার মতো যে, ইউক্রেনের উপর সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার এই অন্যায় আক্রমণ, তার বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেভাবে মানুষ তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন— বর্তমান রাশিয়ার জনসাধারণও সেই একই ভাবে ব্যাপক সংখ্যায় এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। যুদ্ধ মানুষ চায় না, এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিদিন রাশিয়ায় মিটিং-মিছিল হচ্ছে। গরবাচেভ, ইয়েলৎসিন আর তাদের তাঁবেদার সাম্রাজ্যবাদী দালালরা মহান স্ট্যালিনকে কালিমালিপ্ত করেছিল, কুৎসা রটিয়েছিল এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল— সেদিন মানুষ বুঝতে পারেননি। কিন্তু আজ মানুষ আবার রাশিয়াতে স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে মিছিল করছেন।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের বারবার স্মরণ করিয়েছেন, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে মেটেরিয়াল ডেভেলমেন্টের (পার্থিব উন্নতি) সাথে সাথে আদর্শগত, চিন্তাগত মান যদি দ্রুততার সাথে অবিরাম আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না হয়, তা হলে জনগণের চিন্তা-চেতনার আপেক্ষিক নিম্ন মানের জন্য পুঁজিপতি শ্রেণির চক্রান্তে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হতে থাকবে এবং তারই পরিণতিতে প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার মারাত্মক বিপদ দেখা দেবে। আজ এটা অনস্বীকার্য যে, তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে না পারার পরিণামেই শেষপর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য বহু সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়েছে। ফলে এখন সারা বিশ্ব পুঁজিবাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু তবুও পুঁজিপতিদের চোখে ঘুম নেই। তারা আতঙ্কিত, কারণ এই সবগুলো দেশেই জনগণের বিক্ষোভ প্রতিনিয়ত বারুদের মতো ফেটে পড়ছে। মিটিং-মিছিল অবিরাম চলছে, শ্রমিক-কৃষক ছাত্র-যুবক-মহিলারা দেশে দেশে প্রতিবাদ ধ্বনিত করছে।

এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অনৈতিকতা মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সব পুঁজিবাদী দেশেই পুঁজিপতি শ্রেণি বিপ্লবের ভয়ে ভীত হয়ে জনগণের নৈতিক মেরুদণ্ড, নৈতিকতা ধ্বংস করার পথ নিয়েছে। পরিবারভিত্তিক মানুষের যে অবস্থান ছিল, সেটা ভেঙে পড়েছে। পিতা নিজের সন্তানকে মারছে, আবার সন্তান পিতা-মাতাকে হত্যা করছে। স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করছে, স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করছে। আপনারা খবরের কাগজে পড়েন হত্যা এবং ধর্ষণের বীভৎস বিবরণ। খেতে না পেয়ে মানুষ মানুষকে ঠকাচ্ছে, সম্পত্তির জন্যে ভাই-ভাইকে হত্যা করছে। আর দেখানো হচ্ছে এগুলো যেন কিছু না, অতি স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হল, এর মূল কোথায়?

সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ভেঙে পড়ল আমরা তার পর্যালোচনা করেছি, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছি। মহান মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষার আলোকে মহান লেনিন এবং মহান স্ট্যালিন যে দেশটা সৃষ্টি করে গেলেন, বহু স্বাধীন দেশ স্বেচ্ছায় তার অন্তর্ভুক্ত হল, এইভাবেই অভূতপূর্ব সোভিয়েত রাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন অভিনব রাষ্ট্রের জন্ম হল। সেই সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ উন্নতি সারা বিশ্বের জনসাধারণকে অভিভূত করেছিল। সেই দেশের পতন সত্যই মর্মান্তিক, বেদনাদায়ক।

১৯১৭ সালে বিপ্লবের পর ৪-৫ বছর পর্যন্ত মহান লেনিন দেশটি পরিচালনা করেছিলেন। তারপর তাঁর অকালমৃত্যু হয় এবং মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে আরম্ভ হয় সমাজতন্ত্রের পুনর্নির্মাণ। মনে পড়ে আমাদের ছোটবেলায় আমরা বহু দূর থেকে অনুভব করতাম যে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় কি আশ্চর্যজনক পার্থিব উন্নতি ঘটছে! সমাজতন্ত্র নির্মাণের চমকপ্রদ কার্যকলাপ চলছিল সেই সংবাদও আমরা পেয়েছিলাম এবং খুবই উৎফুল্ল হয়েছিলাম, এই কারণেই যে আমাদেরও এরকমই একটা রাষ্ট্র হবে। সারা বিশ্বে এইভাবেই মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই মহান উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের প্রভাব পড়ছিল, আর একই সাথে সমাজতন্ত্রের প্রতি তীব্র আকর্ষণও বাড়ছিল। কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে, অন্য কথা বাদ দিলেও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন পর্যন্ত অবস্থান করছিল, ততদিন পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসররা বিশ্বযুদ্ধ তো নয়ই, এমনকি আঞ্চলিক যুদ্ধও লাগাতে পারেনি।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন পর্যন্ত অবস্থান করছিল, ততদিন পর্যন্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দোসররা বিশ্বযুদ্ধ তো নয়ই, এমনকি আঞ্চলিক যুদ্ধও লাগাতে পারেনি।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তখনও নিজেকে সুপার পাওয়ার ভাবত। সেখানে সদ্য জন্মলাভ করা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নই তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিল এবং উন্নয়নের বহু ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল। অন্য দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে বিশ্বে শান্তির পরিবেশ বজায় রেখেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। তার জন্য যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেদিন বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ লাগাতে পারেনি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর ইরাক, সিরিয়া, ইরান আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে যুদ্ধ লাগিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল, উদ্বাস্তু বানাল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুপস্থিতিই এর মূল কারণ। যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন বলেছিল, যদি অন্যায়ভাবে যুদ্ধ লাগানো হয় তা হলে তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমাদের আছে। এটাই ছিল সেদিনের সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা— যার সাক্ষী ইতিহাস।

অন্য প্রশ্ন বাদ দিলেও জনসাধারণের মনে, চিন্তাশীল মানুষের মনে বারবার যে প্রশ্নটা এসেছে— তা হল, সোভিয়েত ইউনিয়নের সবদিক থেকে যে উন্নতি হয়েছিল, মার্কসবাদের অন্যতম উদগাতা মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে অভূতপূর্ব পার্থিব উন্নতি ঘটেছিল, যে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছিল, যে উন্নয়ন সারা বিশ্বের জনগণকে অভিভূত করেছিল, তাকে চাপা দিয়ে এই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লব ঘটল কী ভাবে? এত সুযোগ-সুবিধা থাকার পরও প্রতিবিপ্লবীরা সেখানে মাথা তুলল কেমন করে? এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু এটার উপর আলোচনা করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। আজকের সভায় সেটা সম্ভবপর হবে না। সংক্ষেপে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, সমস্যার বিপদ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৫৬ সালে বিশ্বের সংগ্রামী জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিংশতিতম কংগ্রেস যা স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে শোধনবাদী প্রতিবিপ্লবী ক্রুশ্চেভরা মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কুৎসা ছড়াতে শুরু করল। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, একমাত্র তিনিই সেদিন সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে বিংশতিতম কংগ্রেসে যে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হল, জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বলে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা অভিযান শুরু করল, এই সব শেষপর্যন্ত লেনিনবাদের উপরেই আক্রমণ হানবে। তিনি আরও বলেছিলেন, অতি দ্রুত তাদের পরাস্ত করতে না পারলে, তারা প্রতিবিপ্লব আসন্ন করে তুলবে। এই বিষয়টা সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ সেদিন ধরতে পারেননি, সমাজতান্ত্রিক চেতনার মান আকাঙ্খিত ধরনের উন্নত পর্যায়ে পৌঁছতে না পারার জন্য। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, সমাজতন্ত্রের নামে সমাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তি আধুনিক শোধনবাদী ক্রুশ্চেভরা ক্ষমতায় এল এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েই এবং এই ঘটনাটা সেভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ ধরতে পারল না। অপরাধী এই দুর্বৃত্তরা এবং পরে তাদের অনুগামীরা ক্ষমতায় এল। বছরের পর বছর বিনা বাধায় তারা আধুনিক শোধনবাদ চর্চার মাধ্যমে প্রতিবিপ্লব আসন্ন করে তুলল এবং শেষপর্যন্ত সমাজতন্ত্রের পতন ঘটাল।

চিন দেশেও একই ঘটনা ঘটল। মাও সে তুঙ-এর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে কমিউনিস্ট পার্টির ভিতর থেকে লিউ সাও চি, তেন সিয়াও পিং এবং তাদের সাগরেদ নেতারা রাশিয়ার ক্রুশ্চেভের লাইন অনুসরণ করে চিনের সমাজতন্ত্র ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছিল— যদিও মহান মাও সে তুঙ তা অতি সহজেই ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মহান মাও সে তুঙ-এর মৃত্যুর পর এই শোধনবাদ চক্রই দল এবং সরকারের ক্ষমতা দখল করে কয়েক বছরের মধ্যেই পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল। বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই নিদারুণ ট্র্যাজেডি কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবদ্দশাতে হয়নি। কিন্তু ক্রুশ্চেভরা ক্ষমতায় আসার পরই তাদের কার্যকলাপ দেখে, একমাত্র তিনিই নির্ভুল ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখালেন, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিতরে আধুনিক শোধনবাদ কী ভাবে ঢুকতে পারল এবং বলিষ্ঠভাবে বললেন— এখনই যদি তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তুলে এদের মূলোচ্ছেদ করতে না পারা যায়, তা হলে প্রতিবিপ্লব আসন্ন হয়ে উঠবে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বারবার বলেছেন, বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বগত মান যদি ক্রমাগত উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া না যায়, তা হলে তুলনামূলকভাবে সেখানে নিম্নমানের সৃষ্টি হয়। এর ফলে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, মারাত্মক ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে থাকবে এবং জনগণের মধ্যেও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকবে। সমাজতান্ত্রিক চেতনার মান, কমিউনিজমের চেতনার মান এবং উপলব্ধির ক্রমাগত অবনমন ঘটে এবং তার সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতিরা সংঘবদ্ধ হয়ে কাউন্টার রেভলিউশন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ঠিক তা-ই ঘটল। এই ব্যাখ্যা আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের থেকেই প্রথম পেলাম। টোয়েন্টিএথ কংগ্রেসের পরে পরেই তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন— ২০তম কংগ্রেস ওপেনস দ্য ফ্লাড গেট অব মডার্ন রিভিশনিজম।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস যখন মহান বিপ্লবী কমরেড স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে আধুনিক শোধনবাদ প্রতিষ্ঠা করার নিকৃষ্ট পথ নিল— সেই সময় মহান মাও সে তুঙ জীবিত। কিন্তু ক্রুশ্চেভের এই স্ট্যালিন বিরোধী বিষোদগার এবং আধুনিক শোধনবাদ প্রতিষ্ঠা করার এই পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কোনও কথা বলেননি। বেশ কিছুদিন পর তাঁরা এর তীব্র বিরোধিতা ব্যক্ত করেছেন। তার কারণ ব্যাখ্যা করে পরবর্তী সময়ে তাঁরা বলেছেন— দু'টো রাষ্ট্রই সমাজতান্ত্রিক হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তাঁদের অল্প সময় নিতে হয়েছে। আর এটাও ঠিক যে এর বিরুদ্ধে তাঁরা যখন জেহাদ ঘোষণা করেছেন তাঁদের সেই তীব্র বিরুদ্ধাচারণ বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছে। কিন্তু কমিউনিস্ট চেতনার মান ক্রমাগত উপরের দিকে নিয়ে যেতে না পারলে সেটা যে নিম্নগামী হয় এবং তার সুযোগ নিয়েই যে আধুনিক শোধনবাদের জন্ম হয় এবং সেটাই শেষপর্যন্ত প্রতিবিপ্লব আসন্ন করে তোলে— এই বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা মহান চিন্তাবিদ কমরেড শিবদাস ঘোষই সর্বপ্রথম বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে তুলে ধরলেন। যদিও তা সত্ত্বেও প্রতিবিপ্লব প্রতিহত করা গেল না। তার কারণও ভিন্ন। কিন্তু কমরেড শিবদাস ঘোষের এই হুঁশিয়ারি, এই বিশ্লেষণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হল।

(আগামী সংখ্যায়)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

কোনও রাজনৈতিক দলের ইস্তেহার কখনও শিক্ষানীতি হতে পারে না

সেভ এডুকেশন কমিটির সভায় বিশিষ্টরা

২৯ জুলাই বিদ্যাসাগরের ১৩২তম প্রয়াণ দিবসটি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র বিরুদ্ধে সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি।

এদিন কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, এই শিক্ষানীতিতে দেশের

শিক্ষাব্যবস্থা বিপন্ন হবে, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বাড়বে। শিক্ষা সাধারণ পরিবারের নাগালের বাইরে চলে যাবে। তিনি বলেন, শিক্ষানীতি কোনও রাজনৈতিক দলের ইস্তাহার হতে পারে না, অথচ এই শিক্ষানীতিতে তারই চেষ্টা আমরা দেখছি। এতে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে যুক্তিবাদী চিন্তাকে ধ্বংস করা হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুছে ফেলা হচ্ছে। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সভাপতি, প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী বলেন, এই শিক্ষানীতির ধাঁচাটা নেওয়া হয়েছে আমেরিকার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস থেকে, আর এর প্রাণসত্তা আরএসএস-এর ইশতেহার। এই শিক্ষানীতি দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষকে শিক্ষার আঙিনার বাইরে ঠেলে দিতে চাইছে। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী যেভাবে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হয়েছেন তা লজ্জাজনক। এই দুর্নীতির জালে আর কারা জড়িত তার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। অধ্যাপক মনোজ গুহ বলেন, শিক্ষার বেসরকারিকরণের সঙ্গে গৈরিকীকরণের যে অপচেষ্টা চলছে, তার মতো বিপদ শিক্ষায় বিগত দিনে আর আসেনি। মানুষের চিন্তা-চেতনা-মনুষ্যত্ববোধকে তা ধ্বংস করে দেবে।

কনভেনশনে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন শিক্ষিকা শম্পা সরকার। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সুব্রত বাগচি, প্রধান শিক্ষক ডক্টর কাবেরী চ্যাটার্জী, অধ্যাপক প্রদীপ দত্ত, শিক্ষক বীরেন্দ্র কুমার রায় প্রমুখ। কনভেনশনে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা চৌধুরী ও সমর্থন করেন শিক্ষক আন্দোলনের নেতা নীলকান্ত ঘোষ। কমিটির কলকাতা জেলা সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র সর্বনাশা চেহারাটা মানুষের কাছে ক্রমশই পরিষ্কার হচ্ছে। সর্বত্র আলোচনা ও নতুন কমিটি গঠনের উপর জোর দিতে হবে। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন কমিটির কলকাতা জেলা সভাপতি অধ্যাপক তরুণ দাস।

উচ্ছেদের পরিকল্পনা

ছয়ের পাতার পর

চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি, বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি, শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, শিক্ষাসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধিও সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকাই অসম্ভব করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে উচ্ছেদ হলে বিরাট সংখ্যক পরিবার রুটি-রুজির ন্যূনতম অধিকারও হারাবে। তাই দেখা যাচ্ছে ওড়িশার সিমলিপালে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছে, ঝাড়খণ্ডের বড়কাগাঁও, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, পুরুলিয়ায় জঙ্গল ধ্বংসের বিরুদ্ধে, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে। এছাড়াও ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশে, গুজরাট, আসামেও অরণ্যের অধিকার রক্ষা ও জঙ্গল ধ্বংসের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নয়া 'ফরেস্ট কনজার্ভেশন রুল-২০২২'-এর বিরুদ্ধে আদিবাসী ও বনবাসী এবং সাধারণ নাগরিক সোচ্চার হয়েছেন। এই রুল প্রত্যাহারের দাবিতে দেশজুড়ে অন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। সিদো-কানহু-বিরসার জীবন সংগ্রামের তেজ, বীরত্ব, শৌর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বুকে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক ও মনীষীদের জীবনসংগ্রাম থেকে চেতনা নিয়ে, স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিশেষভাবে ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট ও সাঁওতাল পরগণা টেনান্সি অ্যাক্ট সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে গড়ে ওঠা অন্দোলন এবং দিল্লির কৃষক অন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশজুড়ে এই অন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সকল শোষিত মানুষ ও সর্বস্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে পাশে নিয়েই সমস্ত আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের অধিকার রক্ষার এই আন্দোলনকে বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হবে।

চরম বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলনে আশাকর্মীরা

চূড়ান্ত বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে আশাকর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। ২৯ জুলাই সারা রাজ্যে বিপুল জমায়েতের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্বাক্ষর রেখেছে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও সারা রাজ্যে ৪০ হাজারেরও বেশি আশাকর্মী এ দিন পথে নেমেছেন।

২৯ জুলাই মালদা শহরে রাস্তা অবরোধ

সরকারি বঞ্চনার চরম শিকার আশাকর্মীরা। সরকারি কর্মীর মতো কাজ করলেও এদের কর্মচারীর স্বীকৃতিটুকুও সরকার দিচ্ছে না, ভলান্টিয়ার হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। আশাকর্মীরা ৬৫ বছর পর্যন্ত কাজ করলেও বৃদ্ধ বয়সে পেনশন, গ্র্যাচুইটি এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। রাতদিন ঝুঁকি নিয়ে শর্তসাপেক্ষে প্যাকেজ সিস্টেমে কাজ করেও এদের বাঁচার মতো মজুরি নেই। আশাকর্মীদের কাজ তদারকির জন্য ৮-৯ জন আধিকারিক রয়েছেন। তাঁরা বিনা পারিশ্রমিকে যেমন খুশি কাজ করতে বাধ্য করছেন। অল্প সময় বেঁধে দিয়ে একই সাথে একই দিনে ৭-৮ রকমের কাজ করানো হচ্ছে, যে কাজ করতে ১০-১৫ দিন সময় লাগার কথা। পরীক্ষার ডিউটি, খেলা, মেলা, করোনা ভ্যাকসিনের ডিউটি, নানা ধরনের সার্ভে, দুয়ারে সরকারের ডিউটি যখন-তখন করতে বলা হচ্ছে। নামমাত্র পারিশ্রমিক বরাদ্দ থাকলেও তার হদিস পাওয়া যায় না।

দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াং-এ বিএমওএইচ-কে ডেপুটেশন

গত এক বছর ধরে ৮ ভাগে ইন্সেন্টিভের টাকা ভাগ করে দেওয়ার ফলে ঠিকমতো টাকা পাচ্ছেন না তাঁরা। বেশিরভাগ আশাকর্মী প্রাপ্য ইন্সেন্টিভের কয়েক হাজার টাকা পাননি। পারিশ্রমিক চাইলেই আধিকারিকরা বলছেন, ফান্ডে টাকা নেই। দু-তিন মাস পর পর কিছু টাকা দেওয়া হয় তাও পুরোটা নয়। অথচ গত দুই বছর ধরে এনআরএইচএম-এর কোটি কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ফেরত যাচ্ছে কেন্দ্রে। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আশাকর্মীদের উপর এই চরম অরাজকতা নিরসনে বারবার এনআরএইচএম এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন জেলায় আধিকারিকরা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং স্বাস্থ্য ভবন ইঙ্গিত দিয়েছে কিছু দাবি মানা হবে। এমন প্রতিশ্রুতি আশাকর্মীরা আগেও পেয়েছেন। ইউনিয়নের সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন বলেন, অবিলম্বে দাবি না মানা হলে কর্মবিরতি করতে বাধ্য হবেন আশাকর্মীরা।

কলকাতায় এম আর বাঙুর হাসপাতালে বিএমওএইচ দপ্তরে বিক্ষোভ

বাঁকুড়ায় ছাত্র সম্মেলন

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, অনলাইন নয়, ক্লাসরুম ভিত্তিক পঠনপাঠন চালু, পিপিপি মডেল প্রত্যাহার, সকল শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা সহ বর্ধিত ফি প্রত্যাহার, ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও দলবাজি বন্ধ, বাসে ছাত্রছাত্রীদের এক-তৃতীয়াংশ ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থার দাবিতে ২৯ জুলাই এআইডিএসও-র বাঁকুড়া শহর সম্মেলন বাঁকুড়া ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com